82

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JUL 1998

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

# উত্তরাঞ্চলের শিক্ষা-সংকট

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সংকটের কথা কাহারো অজানা নয়। জরাজীর্ণ ভবন, শিক্ষকের অভাব, চেয়ার-টেবিলসহ শিক্ষা-সরঞ্জামের অভাব ইত্যাদি নানা সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরন্তর জটিলতা সৃষ্টি করিতেছে। সেই সঙ্গে আছে ড্রপ আউটের সমস্যা। বহু শিক্ষার্থী প্রাথমকি বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হওয়ার আগেই শিক্ষা জীবন শেষ করে। পত্র-পত্রিকায় দেশের প্রাথমিক শিক্ষার এই দৈন্যদশার খবর প্রায় নিয়মিত চোখে পড়ে। পত্রিকান্তরের একটি খবরে গাইবান্ধা অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থার কথা জানা গিয়াছে। বর্তমানে এই জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে ৭ শত ৩৭টি। ইহার মধ্যে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদিত পদ রহিয়াছে ৭ শত ২৪টি। কিন্তু প্রধান শিক্ষক কর্মরত আছেন ৬ শত ৬২ জন। ৬২টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, এই অবস্থা কেবল গাইবান্ধা জেলাতেই নয় উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জেলার অবস্থাও কম-বেশি এই একই রকম। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে হয়, কেবল উত্তরাঞ্চলেই নয় সারা দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র এমনি করুন। সবার জন্য শিক্ষা কথা বলা হইলেও প্রাথমিক শিক্ষার এই দৈন্যদশা দূর করা সম্ভব হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট, ভর্তি সমস্যা, বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণের স্বল্পতা, স্কুলসমূহের দৈন্যদশা, বিদ্যালয় পাঠাগারগুলির হতশ্রী অবস্থা প্রভৃতি কারণে ২০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে শিক্ষা সংকট দেখা দিয়াছে। উহার ফলে শিক্ষার পরিবেশ যেমন বিঘ্নিত হইতেছে তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি হইতেছে এক হতাশাজনক শূন্যতা। সরকারী-বেসরকারী সব স্কুলেই এই দৈন্যদশা বিরাজমান। এদিকে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে রহিয়াছে গ্রাম্য দলাদলি ও বিভেদ যাহা সামগ্রিকভাবে শিক্ষার পরিবেশকেই কলুষিত করিতেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রের এইসব হতাশাব্যঞ্জক চিত্র স্বভাবতই আমাদের উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করে। যে দেশে শিক্ষার হার এতো কম তাহার চাইতেও কম প্রকৃত শিক্ষকের সংখ্যা– সেইদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়েই শিক্ষার অবস্থা যদি এমন হয় তাহা হইলে সার্বিকভাবে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা উন্নয়নই যে ব্যাহত হইবে তাহা বোধকরি না বলিলেও চলে। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড–ইহা নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে যাওয়া অর্থহীন। বর্তমান যুগে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার ব্যতীত কোনো দেশ ও জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। শিক্ষা ও উন্নতি এখন পরস্পর সম্পৃক্ত। এই যুগে স্বভাবতই আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার সকলের কাম্য। কিন্তু সেখানে যদি শিক্ষার অবস্থা হয় এমন সমস্যাক্লিষ্ট ও শিক্ষাজীবন হয় এমন জটিল ও সংকটময়, তাহা হইলে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে শিক্ষা ব্যবস্থা কতোখানি সক্ষম হইবে সংগত কারণেই সে প্রশ্নও উত্থাপন না করিয়া পারা যায় না। উত্তরাঞ্চলে প্রাথমকি ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংকটের কথা বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা সারা দেশেরই সমস্যা এবং সর্বত্রই এই সংকট বিদ্যমান। দেশে নানা সময়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা জীবনকেই নানাভাবে বিপর্যস্ত করা হইয়াছে। শিক্ষা জীবনের অনেক আনন্দও সৌন্দর্যই নষ্ট হইয়াছে এইসব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে। শিক্ষার এইসব সমস্যা ও সংকট চলিয়া আসিতেছে দীর্ঘদিন হইতে। নূতন অর্থ বৎসরের বাজেটে শিক্ষাখাতেই সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে আন্তরিকতারই প্রমাণ। আমরা আশা করি এই আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী দূর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। শিক্ষার অনিয়ম ও অব্যবস্থা দূর করিতে না পারিলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। এ জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা জীবনের বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি সাধনে আরও সক্রিয় উদ্যোগ পারিলক্ষিত হইবে, ইহাই সকলের প্রত্যাশা।